প্রসঙ্গ ঃ ইমাম মাহদী (আঃ)

ইমাম মাহদীর (আঃ) পরিচয় লাভের আবশ্যকতা

প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব হচ্ছে যুগের ইমামকে (আঃ) উত্তমরূপে চেনা ও জানা । আর তারপর তাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলা। এক্ষেত্রে রাসূলে খোদার (সাঃ) একটি প্রসিদ্ধ হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,

من مات ولم يعرف امام زمانه، مات ميتة جاهلية

"যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় যুগের ইমামের (আঃ) পরিচয় না জেনে মৃত্যুবরণ করে। তবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।"

এ হাদীসের আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে, যারা ইমামে জামানার (আঃ) পরিচয় বা মারেফাত অর্জন না করে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হিসেবে বিবেচিত হবে। আর এ ধরনের মৃত্যু কাফিরের মৃত্যুর সাথে সমতুল্য ।

এ হাদীসটি হচ্ছে একটি প্রসিদ্ধ ও মোতাওয়াতির হাদীস, যা শিয়া ও সুন্নী উভয় সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিয়া মনীষী শেখ মুফিদ (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "এ হাদীসটি রাসূলে খোদা (সাঃ) হতে মোতাওয়াতির বা ধারাবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে।"[১]

প্রখ্যাত সুন্নী মনীষী সুলাইমান বিন ইব্রাহীম কানদুজী হানাফী সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "এ হাদীসটির বিশুদ্ধতা ও সত্যতা সম্পর্কে শিয়া ও সুন্নী উভয় সম্প্রদায় ঐক্যমত পোষণ করেন।"[২]

কাজেই একদিকে রাসূলে খোদা (সাঃ) ইমামে জামানার (আঃ) পরিচয় না জেনে মৃত্যুবরণকে কুফরের মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন। অপর দিকে কেউ যদি মাসুম (নিষ্পাপ) ইমামের পরিচয় না জানতে পারে, তাহলে সে সিরাতাল মুস্তাকিম বা সত্য পথ হতে বিচ্যুতির শিকার হবে এবং পরিণতিতে এভাবে যতবেশি চলতে থাকবে, ততবেশি জীবনের মূল লক্ষ্য হতে পিছনে পড়ে যাবে।

সুতরাং, আমরা যাতে ভুল পথে পা না দেয় এবং বিপথগামীতার শিকার না হই, সেজন্য উচিত প্রথমে ইমামে জামানাকে (আঃ) উত্তমরূপে চেনা। আর এ যুহের ইমাম হযরত ইমাম মাহদী ইবনে হাসান আসকারী (আঃ) ব্যতীত অন্য কেহ নন। তিনিই

১। আল ইফসাহ, পৃঃ ৩৮।

২। ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাহ, খণ্ড ৩য়, পৃঃ ৪৫৬।

রাসূলের (সাঃ) আহলে বাইতের একমাত্র ইমাম (আঃ) যিনি মহান আল্লাহর ইচ্ছায় জীবিত রয়েছেন এবং মানুষের বিশেষতঃ শিয়া ও আলেম-উলামাদের আমলনামা বা কর্মকাণ্ড তদারকি করছেন।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে ইমামে জামান (আঃ) সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায় এবং ইমামের মহিমান্বিত জীবনাদর্শ প্রসঙ্গে জ্ঞানের অভাবের কারণে একশ্রেণীর লোকেরা ইচ্ছাকৃত অথবা অজ্ঞাতসারে সমাজে নানাবিধ জল্পনা-কল্পণা প্রচার করে থাকে; যেগুলোএকজন মাসুম ইমাম তো অনে ক দুরের কথা বরং কোন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও আদৌ শোভা পায় না।

আমরা এক নজরে এসব জল্পনা-কল্পণা ও অপবাদসমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি যথা ঃ প্রথম ভাগটি হচ্ছে এ প্রতিক্ষিত ইমামের সরকার গঠনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় ভাগ হলো ইমামের আবির্ভাবের পর তাঁর কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার রীতি-পদ্ধতির ধরণ সম্পর্কে।

ইমাম মাহদীর (আঃ) সরকার গঠন প্রক্রিয়া

দুঃখজনকভাবে অধিকাংশ মুসলমানদের মাথায় এমন ভ্রান্ত ধারণার প্রচলন রয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ) অত্যন্ত ভয়ানক চেহারায় আবির্ভূত হবেন এবং তিনি তাঁর তরবারীর উপর ভর দিয়ে ও বিরোধীদের গণহত্যার মাধ্যমে সরকার গঠন করবেন। আর এহেন ধারণার উৎসমূল হচ্ছে কিছু মিথ্যা ও বানায়াট রেওয়ায়েত; যেগুলো কোন কোন ভ্রান্তপূর্ণ গ্রন্থে লিখিত এবং স্বল্প শিক্ষিত কতিপয় বক্তারমাধ্যমে জনগণের মাধ্যমে প্রচারিত হয় । এ সব বানোয়াট রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম মাহদী (আঃ) আর্বিভাব কালে জনগণের সাথে এমনই নির্মম ও ভয়ানক আচরণ করবেন; যাতে তারা অতিষ্ট হয়ে পড়বে এবং সন্দেহ করবে যে ইনি কী সত্যিই নবীবংশ আহলে বাইতের ইমাম (নাউজু বিল্লাহ্)।

মিথ্যা রেওয়ায়েত ও মোহাম্মদ বিন আলী কুফী

এ সব মিথ্যা ও বানোয়াট রেওয়াতের সংখ্যা পঞ্চাশের কাছাকাছি, তম্মেধ্যে ত্রিশোর্ধের বর্ণনাকারী হচ্ছে মুহাম্মদ বিন আলী কুফী নামক এক ব্যক্তি, যে একজন মিথ্যাবাদী নামে পরিচিত এবং সমস্ত উলামায়ে রেযাল বা হাদীস বিশারদগণের দৃষ্টিনুযায়ী এ ব্যক্তি (মুহাম্মদ বিন আলী কুফী) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এ ব্যক্তিটি ইমাম হাসান আসকারীর (আঃ) যুহে এবং ফাযল বিন সাজানের (রহঃ) সামসাময়িক কালে জীবন যাপন করত। ফাযল বিন সাজান হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট্য ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বস্ত হাদীসবেত্তা। তাঁর বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে কোন বিতর্ক নেই।

এমন কি স্বয়ং ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) তার প্রশংসায় বলেছেন, "আমি খোরাসান বাসীর জন্য গর্ববোধ করি যে, তাদের মাঝে ফাযল বিন সাজানের মত ব্যক্তিত্ব রয়েছে।"[১]

আর ইমাম হাসান আসকারীর (আঃ) এমন স্নেহস্পদ ব্যক্তিত্ব ফাযল বিন সাজান (রহঃ) মুহাম্মদ বিন আলী কুফী সম্পর্কে বলেছেন, "সে একজন চরম মিথ্যাবাদী।" এমনও বলেছেন, "আমি নামাজের প্রার্থনায় তাকে অভিশাপ দিতে চেয়েছিলাম।"

এখন আমরা মুহাম্মদ বিন আলী কুফী কর্তৃক বর্ণিত কতিপয় মিথ্যা ও বানোয়াট রেওয়ায়েতের নমুনা তুলে ধরছি ঃ

প্রথম নমুনা ঃ

এ রেওয়ায়েতটি বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এক পৃষ্ঠারও অধিক দীর্ঘ। আমরা রেওয়ায়েতটির সারাংশ এখানে উপস্থাপন করছি ঃ

ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভাবের পর কিছু সংখ্যক মুসলমানদেরকে ধাওয়া করবেন এবং তারাও পালিয়ে রোমের ভূ-খণ্ডে আশ্রয় নিবে এবং সেখানকার রাজার কাছে তাদেরকে গ্রহণের আবেদন জানাবে। তখন রাজা বলবে যে, তোমাদেরকে এক শর্তে আশ্রয় দিতে পারি, আর সেটা হচ্ছে তোমাদের সবাইকে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী হতে হবে।... আশ্রয় গ্রহণকারী এ দলটিও ইমামে জামানার ভয়ে এ শর্ত কবুল করে নিবে।... ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁর কয়েক জন অনুসারীদেরকে রোমের রাজার কাছে প্রেরণ করবেন এবং তারা রাজার কাছে আশ্রয়গ্রহণকারী মুসলমানদেরকে বহিস্কারের আহবান জানাবেন। কিন্তু জবাবে বলবে যে, এরা স্বেচ্ছায় আমাদের ধর্ম (খ্রিষ্টান ধর্ম) গ্রহণ করেছে এবং তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) হতে প্রত্যাবর্তন করেছে। তখন ইমাম (আঃ) রোমীয়দের প্রতি হুমকি প্রদান করে বলবেন যে, তোমাদের ও আমাদের মাঝে তরবারীর ফয়সালা হবে।...

ইমাম (আঃ) পলায়নকারী এ মুসলমানদেরকে নাসরানী যুদ্ধ হতে আটক এবং তাদের পুরুষদেরকে হত্যা ও গর্ভবতী নারীদের পেট বিদীর্ণ করবেন।[২]

এখানে জেনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, ইমাম মাহদী (আঃ) হলেন আল্লাহ মনোনিত মাসুম ইমাম এবং তিনি অন্য যে কারও অপেক্ষা ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে অধিকতর অভিজ্ঞ। ইসলামী বিধানানুযায়ী যদি কোন গর্ভবতী নারী এমন গুনাহে লিপ্ত হয়, যে কারণে তার উপর হদ্ জারী ওয়াজিব হয়ে পড়ে ,উদাহরণস্বরুপ ঃ যদি সে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়। তবে শর্ত হচ্ছে তার এ গুনাহে যদি চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য দেয়; কেবল তখনই তার উপর হদ্ বা শাস্তি জারী হবে। (এ শর্তটি বাস্তবায়িত হওয়া খুবই কষ্টসাধ্য, কেননা কোন ব্যক্তি প্রকাশ্য জনসম্মুখে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় না। কিন্তু কেবলমাত্র কেউ যদি জঘণ্যতম প্রকৃতির হয়ে থাকে।) এতদসত্তেও যদি প্রমাণীত হয় যে, গর্ভবতী নারী ব্যাভিচারে লিপ্ত

---

[১] মায়ালেমূল উলামা, পৃঃ ৯০।

[২] বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ২৫, পৃঃ ৩৮৮।

হয়েছে কিন্তু যতদিন সে গর্ভবতী রয়েছে, ততদিন পর্যন্ত তার উপর হদ্ জারী করা হারাম হিসেবে বিবেচিত। বরং অপেক্ষা করতে হবে যাতে করে উক্ত নারীর যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হবে, সে বাচ্চাটি যদি ব্যাভিচারের ফসল হয়ে থাকে কেবল তখনই তার উপর হদ্ জারী হবে।

এমতাবস্থায় এটা কী আদৌ মেনে নেয়া যায় যে, ইমামে জামান গর্ভবতী নারীদের পেট বিদীর্ণ করবেন? এটা কী মিথ্যা ও বানোয়াট রেওয়ায়েত নয়?

দ্বিতীয় নমুনা ঃ

মোহাম্মদ বিন আলী কুফী ক'য়েক জনের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছে ঃ

ইমাম মাহদী (আঃ) কী রাসূলে খোদার (সাঃ) পদ্ধতি অবলম্বন করবেন? না ,কখনই না। রাসূলে খোদা (সাঃ) তাঁর উম্মতের সাথে অত্যন্ত কোমল ও অমায়িক আচরণ করতেন। কিন্তু ইমাম মাহদী (আঃ) হত্যা ও নিধনের পদ্ধতি ব্যবহার করবেন।[১]

এই রেওয়াযেতটির সনদই কেবল জায়িফ নয়, বরং এটা যেসব সহীহ রেওয়ায়েতে রসূলে খোদার (সাঃ) রীতি-পদ্ধতির সাথে ইমাম মাহদীর (আঃ) রীতি-পদ্ধতির স্বাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর সাথেও বৈপরিত্য সৃষ্টি করে।

তৃতীয় নমুনা ঃ

এ রেওয়ায়েতেও পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতের ন্যায় হত্যা ও নিধনের কথা বলা হয়েছে এবং ইমাম যাফর সাদীকের (আঃ) উদ্ধৃতি (!) দিয়ে মুহাম্মদ বিন আলী কুফী বর্ণনা করেছে ঃ

...যদি মানুষ জানতে পারতো যে, ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভাবের পর কি করবেন; তাহলে অধিকাংশ মানুষই তার সাথে দেখা করতে আগ্রহান্বিত হত না। কেননা, তিনি অনেককে হত্যা করবেন।[২]

মাসুম ইমাম (আঃ) সম্পর্কে একজন কুখ্যাত মিথ্যাবাদী কর্তৃক এহেন পূর্বাভাস আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা, কোন মিথ্যাবাদী যদি একজন মু'মিনের মদ্যপানের খবর দেয়, তাহলে কেউ তার উক্ত খবরে বিশ্বাস করবে না। সেক্ষেত্রে একজন মাসুম ইমামের বিষয় তো অনেক দুরের কথা।

---

[১] বিহারুল আনওয়ার , খণ্ড ৫২পৃঃ ৩৫৩।

[২] বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৫২, পৃঃ ৩৫৪।

চতুর্থ নমুনা ঃ

মুহাম্মদ বিন আলী কুফী আসেম বিন হামীদ আল হুনাত থেকে বর্ণণা করেছে ঃ

...ইমাম মাহদী (আঃ) তরবারী ছাড়া আর কিছু বুঝবেন না। এমনকি কারও তওবা বা ক্ষমা প্রার্থণাও গ্রহণ করবেন না।[১]

এমনটি কী আদৌ রাসূলের (সাঃ) রীতি-পদ্ধতি ছিল?

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে মুহাম্মদ বিন আলী কুফী মিথ্যুক তার বর্ণিত বানোয়াট রেওয়ায়েতগুলো মানুষের কাছে বিশ্বাসী করে তোলার জন্য সাধারণতঃ কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্বের (যেমনভাবে এ রেওয়ায়েতে আসেম বিন হামীদ আল হুনাতের ন্যায় বিশ্বস্ত ব্যক্তির উদ্ধৃতির কথা বলা হয়েছে) নাম ব্যবহারের ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

এগুলো ছিল রাসূলে খোদার (সাঃ) পবিত্র বংশধর আহলে বাইতের শেষ ইমাম তথা ইমামে জামান (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত মিথ্যা ও বানোয়াট রেওয়ায়েতের অংশবিশেষ মাত্র। উল্লেখ্য, মহাম্মদ বিন আলী কুফী ছাড়াও আরও কতিপয় অখ্যাত রা'বী বা হাদীস বর্ণনা কারীরা বিতর্কিত ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছে।

শত্রুদের প্রতারণা

নিঃসন্দেহে আহলে বাইতের (আঃ) শত্রুদের অন্যতম নীল নকঁশা ছিল হাদীস ও রেওয়ায়েত জাল অথবা বিকৃত করে, সেগুলো মাসুম ইমামগণের (আঃ) নামে প্রচার করা। যাতে করে এভাবে ইসলামের সুমহান আদর্শকে তাদের খেয়ালখুশি মত মানুষের কাছে পৌছে দিতে পারে। তাছাড়া তারা এহেন মিথ্যাচার ও অপবাদ আরোপের মাধমে মুসলমানদের অন্তর থেকে আহলে বাইতের (আঃ) প্রতি ভক্তি-ভালবাসাকে হ্রাসের ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

হাদীস জালকারীরা তাদের মিথ্যা রেওয়ায়েতকে মানুষের কাছে বিশ্বাসী করে তোলার লক্ষ্যে মাসুম ইমামগণ বিষেশতঃ ইমাম বাকের (আঃ) ও ইমাম সদীকের (আঃ) নাম ব্যবহারের ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। ইমামগণও (আঃ) তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। যেমনঃ ইমাম সাদীক (আঃ) হাদীস জাল ও বিকৃতকারী মুগাইরা বিন সায়াদ সম্পর্কে বলেছেনঃ নিশ্চয়ই মুগাইরা বিন সায়াদ (আল্লাহ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করুক) আমার পিতার (ইমাম বাকেরের) সাহাবীদের গ্রন্থে এমন সব হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে যেগুলো আদৌ আমার পিতা হতে বর্ণিত হয় নি।[২]

অনুরূপভাবে ইরাকে অবস্থানকালে সেখানে ইমাম বাকের (আঃ) ও ইমাম সাদীকের (আঃ) অনেক সাহাবীদেরকে দেখতে পাই যে, তারা ইমামদ্বয় থেকে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা

১। আল গাইবাহ, পৃঃ ২৩৩।

২। মু'জামুল্ রিজালুল্ হাদীস, খণ্ড ১৮, পৃঃ ২৮৬।

করছে। আমি সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করলাম। অতঃপর যখন ইমাম রেজার (আঃ)-এর নিকট পেশ করলাম, তিনি তম্মধ্যে কিছু কিছু রেওয়ায়েতকে মিথ্যা বলে অভিহিত করলেন এবং বললেন ঃ এ রেওয়ায়েতগুলোতে প্রতারণামূলকভাবে আমার পিতামহ ইমাম জাফর সাদীকের (আঃ) নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

বিষয়বস্তুগত সমস্যাদি

বানোয়াট ও জাল রেওয়ায়েতগুলোতে সনদগত সমস্যা ছাড়াও বিষয়বস্তুগত নানাবিধ সমস্যা ও জটিলতা রয়েছে। যেগুলো উক্ত রেওয়ায়েতসমূহের ভিত্তিহীনতা ও অগ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ বহন করে। মূলতঃ এসব রেওয়ায়েতের বিষয়বস্তু ইসলামী শরীয়াতের মৌলক বিধি-বিধানের সাথে গভীর বৈপরীত্য সৃষ্টি করে, আর তা থেকেই উক্ত রেওয়ায়েতসমূহ মিথ্যা ও জাল হওয়ার বিষয়টি খুব সহজেই বুঝা যাই।

প্রকৃতপক্ষে ইমাম মাহদী (আঃ) বিশ্বব্যাপীর ন্যায়বিচার সুপ্রতিষ্ঠা ও অন্যায় ও অত্যাচারের মূলোৎপাটন ঘটানোর জন্যেই আবির্ভূত হবেন। কাজেই এটা আদৌ মেনে নেয়া যায় না যে, তিনি জুলুমের মধ্য দিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং তার পিতামহ রাসূলে খোদা (সাঃ) ও আমিরুল মো'মেনীন আলীর (আঃ) সুন্নাত বা অনুসৃত রীতি-পদ্ধতির বিপরীত কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। রাসূলে খোদার (সাঃ) সুন্নত ছিল গর্ভবতী কোন নারীর উপর হদ বা শাস্তি আরোপ না করা। কিন্তু মোহাম্মদ বিন আলী কুফীর বর্ণিত জাল রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম মাহদী (আঃ) প্রাণ ভয়ে যে সব গর্ভবতী নারীরা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করবে, তিনি তাদের পেট বিদীর্ণ করবেন।

সঠিক ও সহীহ্ রেওয়ায়েতসমূহ

পূর্বোক্ত জাল ও বিতর্কিত রেওয়ায়েতগুলো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হওয়ার অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে সহীহ ও দলীলসমৃদ্ধ রেওয়ায়েত। যে রেওয়ায়েতসমূহে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মাহদীর (আঃ) সরকার গঠন প্রক্রিয়া বা রীতি-পদ্ধতি হুবাহু রাসূলে খোদা (সাঃ) ও আমিরুল মো'মেনীন আলীর (আঃ) অনুসৃত রীতি ও পদ্ধতির অনুরূপ। এ প্রসঙ্গে এখানে কয়ে'কটি নমূনা উপস্থাপন করছি ঃ

১- বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থে বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

عن ابن عقدة، عن على بن الحسن(ابن فضال)، عن أبيه، عن رفاعة، عن عبدالله بن عطاء قال: سئلت أبا جعفر الباقر عليه السلام فقلت: إذا قام القائم عليه السلام بأى سيرة يسير فى الناس؟ فقال عليه السلام يهدم ما قبله كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و يستأنف الإسلام جديداً؛

রা'বী ইমাম বাকেরের (আঃ) কাছে জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভাবের পর সরকার গঠনের ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করবেন? ইমাম বাকের (আঃ) জবাবে বলেন ঃ রাসূলে খোদার (সাঃ) অনুসৃত রীতি-পদ্ধতির বাস্তবায়ন করবে। সে রাসূলে খোদার ন্যায় সকল বাতিল প্রথার মূলোৎপাটন ঘটিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভেজাল ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কা'য়েম করবে।[১]

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অনুসারে রাসূলে খোদা (সাঃ) অত্যন্ত কোমল মাধুর্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে তার পূর্বেকার সব বাতিল প্রথার অবসান ঘটিয়েছেন। তিনি সমাজের সর্বাস্থরের লোকদের সাথে এমন মাধুর্যপূর্ণ আচরণ করতেন, এমনকি কাফিরদের সাথে রুক্ষ ব্যবহার করতেন না। ইমাম জামানা (আঃ) কাফিরদের সাথেও উত্তম আচরণ করবেন। এটা সহজেই অনুমেয় যে ইমাম জামানা (আঃ) যেহেতু কাফিরদের সাথে উত্তম আচরণ করবেন, সেহেতু অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মুসলমানদের সাথে আরও অধিকতর মাধুর্যপূর্ণ আচরণ করবেন।

২- ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন,"সমগ্র উম্মতের মধ্যে রাসূলে খোদার (সাঃ) সাথে কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও কার্যাবলীর দিক থেকে সর্বাপেক্ষা নিকটতম ব্যক্তি হচ্ছেন ইমাম মাহদী (আঃ)।"[২]

৩- প্রসিদ্ধ গ্রন্থ উসূলে কাফীতে বর্ণিত হয়েছে ইমাম জাফর সাদীক (আঃ) বলেছেন, "ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পর তাঁর পোষাক হবে আমিরুল মো'মেনীন আলীর (আঃ) ন্যায় এবং সরকার পরিচালনায় তাঁর রীতি-পদ্ধতি হবে আলীর (আঃ) পদ্ধতির অনুরূপ।"[৩]

উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহের সনদ সহীহ এবং এক্ষেত্রে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। তাছাড়া রেওয়ায়েতের বিষয়বস্তু ও মাসূম ইমামগণের (আঃ) পবিত্র জীবিন চরিতের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এসব রেওয়ায়েতের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ) যখন আর্বিভূত হবেন তখন আপামর জনগণ অত্যন্ত আন্তরিক ও স্বতঃফুর্তভাবে তাকে অভিনন্দন জানাবে, এমনকি মানুষ অধীর আগ্রহের সাথে ইমামের আগমণের অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকবে। স্বয়ং রাসূলে খোদা (সাঃ) মুসলামনদেরকে ইমাম মাহদীর (আঃ)-এর আগমণের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,"আমি তোমাদেরকে মাহদীর (যে হবে কুরাইশ বংশোদ্ভুত) আগমণের সুসংবাদ দিচ্ছি। আসমান ও পৃথিবীবাসীরা তার নেতৃত্ব ও খেলাফতের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকবে।"[৪] তিনি আরও বলেছেন, "তোমাদেরকে মাহদীর

১। বিহারুল আনওয়ার খণ্ড ৫২ পৃঃ নং ৩৫৪।

২। বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৫২ পৃঃ ৩৭৯।

৩। উসূলে কাফি, খণ্ড ১ম, পৃঃ ৪১১।

৪। মুসনাদ ইবনে আহমদ খণ্ড ৩য়, পৃঃ ৩৭।

আগমণের বাশারাত দিচ্ছি। আসমান ও পৃথিবীবাসীরা তার আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় থাকবে।"[১]

রাসূলে খোদা (সাঃ) অপর একটি হাদীসে বলেছেন, "আমার আহলে বাইতের মধ্য থেকে একজন পুরুষ (মাহদী) শেষ যুগে আবির্ভূত হবে। যাকে আসমান ও পৃথিবীবাসীরা গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা করবে।"[২] আমিরুল মো'মেনীন আলী (আঃ) একটি হাদীসে বলেছেন, "যখন আমার সন্তানাদির মধ্যে একজন পুরুষ (মাহদী) আর্বিভূত হবে তখন মানুষের মাঝে এতই স্বস্তি ও শান্তি ফিরে আসবে যে, মৃত ব্যক্তিরাও পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে তার আবির্ভাবের সুসংবাদ দিবে।"[৩]

রাসূলে খোদা (সাঃ) ও ইমাম মাহদীর (আঃ) অনুরূপ রীতি-পদ্ধতি

অকাট্য দলীল ও প্রমাণাদির ভিত্তিতে ইমাম মাহদীর (আঃ) রীতি-পদ্ধতি রাসূলে খোদার (সাঃ)-এর অনুসৃত রীতি-পদ্ধতির অনুরূপ। এমনকি তাঁর চেহারাও হুবাহু রাসূলের (সাঃ) চেহারা মোবারকের ন্যায়। শিয়া ও সুন্নী সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়েতে এমনকি অনেক খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকদের মতানুযায়ী রাসূলে খোদার (সাঃ) চেহারা মোবারক এতই নূরানীপূর্ণ ও দৃষ্টিনন্দিত ছিল যে, যে কেউ এমনকি কোন শত্রুও তাঁর দিকে দৃষ্টি দিলে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়তো। ইমাম মাহদীর (আঃ) চেহারাও অনুরূপ আলোকোজ্জ্বল।

হাদীস ও রেওয়ায়েত ছাড়াও রাসূলে খোদার (সাঃ) রীতি-পদ্ধতির সবচেয়ে অকাট্য সনদ হচ্ছে আল কোরআন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

« فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك»

"আল্লাহর্ রহমতেই আপনি (হে রাসূল) তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন, পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিছিন্ন হয়ে যেতো।"[৪]

অন্য একটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

« لقد جآءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم»

"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদেরই মাঝ হতে একজন রাসূল আগমণ করেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার জন্য দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী এবং তোমাদের হেদায়েতের অতি আকাংখী। মু'মিনদের প্রতি তিনি অতিশয় দয়ালু ও মেহেরবান।"[৫]

১। জামেউল আহাদিসুশ্ শিয়া, খণ্ড ১ম, পৃঃ ৩৪।

২। এহকাকুল হাক্ক, খণ্ড ১৯ পৃঃ ৬৬৩।

৩। কামারুদ্দীন, খণ্ড ২য়, পৃঃ ৬৫৩।

৪। সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৫৯।

৫। সূরা তওবাহ্, আয়াত নং ১২৮।

মানুষের প্রতি রাসূলে খোদার (সাঃ) গভীর ভক্তি ও ভালবাসার কারণে একশ্রেণীর রোগগ্রস্থ ও সংকীর্ণমনা ব্যক্তিরা তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতো।

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

« ومنهم الذين يؤذون النبى و يقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين و رحمة للذين ءامنوا منكم...»

"তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, এ লোকটি তো কান সবর্স্ব। আপনি বলে দিন, কান হলেও তোমাদের মঙ্গলের জন্য, আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং বিশ্বাস রাখে মুসলমানদের কথার উপর। বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের জন্য তিনি রহমতস্বরূপ। আর যারা আল্লাহর রাসূলের প্রতি কুৎসা রটনা করে, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাকর আযাব।"[১]

এ অয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে, জনৈক মুনাফিক চুপিসারে রাসূলে খোদাকে (সাঃ) নিয়ে বিদ্রুপ করতো। ফলে জিব্রাঈল নাজিল হয়ে রাসূলকে বললেন যে, হে রাসূল! আপনি অমুক মুনাফিককে হাজির করে তার অন্যায় আচরণের জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। এটাই একমাত্র ঘটনা, যেখানে রাসূল (সাঃ) তাঁকে নিয়ে উপহাস করার দায়ে কোন মুনাফিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাও সেটা বিশেষ কারণবশতঃ এবং আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে।

রাসূলে খোদা (মাঃ) উক্ত মুনাফিককে ডেকে পাঠালের এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জবাবে সে বলল ঃ হে রাসূলে খোদা! যে ব্যক্তি এমন খবর দিয়েছে, সে মিথ্যা বলেছে। আমি আদৌ এরূপ কাজ করে নি। রাসূল (সাঃ) তার এহেন কথা শুনে কিছু বললেন না এবং নিশ্চুপ থাকলেন। মুনাফিক লোকটি ভাবলো যে, রাসূল (সাঃ) তার কথায় বিশ্বাস করেছে। কিন্তু এমনটি আদৌ সম্ভবপর নয় যে, রাসূলে খোদা (সাঃ) হযরত জিব্রাঈল (আঃ) প্রদত্ত সংবাদকে অগ্রাহ্য করে উক্ত মুনাফিকের কথায় বিশ্বাস করবেন। কিন্তু তিনি চান নি তার সাথে রূঢ় কোন আচরণ করতে। পক্ষান্তরে এ মুনাফিকটি উপদেশ গ্রহণের পরিবর্তে লোকদের কাছে যেয়ে কানাকানি করে বলল ঃ ইনি কেমন নবী! জিব্রাঈল তাঁকে খবর দিল যে, আমি তাঁকে নিয়ে বিদ্রুপ করেছি এবং সে তা শুনল। আবার আমি যখন এ কাজকে অস্বিকার করলাম, সে তা শুনেও চুপ হয়ে গেল। মনে হয় সে একজন কান স্বর্বস্ব। অর্থাৎ যা তাকে বলা হয়, সে তা শুনে নেয়।

আল্লাহ্ তায়ালা এ মুনাফিকের এমন প্রমাদপূর্ণ কথাবার্তার জবাবে উপরোক্ত আয়াতটি নাজিল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, রাসূল (সাঃ) যদি কান হয়ে থাকে, তবে সেটাও তোমাদের মঙ্গলের জন্য।

১। সূরাঃ তওবাহ্ আয়াত নং ৬১।

হ্যাঁ, রাসূলে খোদা (সাঃ) আল্লাহর রহমতেই মানুষের জন্য কোমল হৃদয়ের অধিকারী। কাজেই তাঁর সর্বশেষ উত্তরসূরী তথা ইমাম মাহদী (আঃ) তারই অনুরূপ হবেন। তিনি যেখানে অমুসলমানদের সাথে কোমল আচরণ করবেন, সেখানে মুসলমানদের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিরোধিদের সাথে রাসূল (সাঃ) ও আলীর (আঃ) আচরণ

রাসূলে খোদা (সাঃ) পথভ্রষ্ট কাফিরদের হেদায়েত দানের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেন। বিরোধিদের সাথে তার অমায়িক ও মাধুর্যপূর্ণ আচরণের বিষয়টি সুস্পষ্ট করণের লক্ষ্যে আমরা এখানে ইসলামের প্রাথমিক যুগের দু'টি ঘটনা তুলে ধরেছি ঃ

প্রথম ঘটনা ঃ ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন রাসূলে খোদাকে (সাঃ) একাকি রেখে নিজেরা গণিমতের মাল সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন মুশরিকরা এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চারিদিক থেকে তাঁকে ঘেরাও করে ফেলে। তারা তরবারী, বল্লব, লাঠি ও পাথরের আঘাতে তাকে আহত ও তার দন্ত মোবারককে শহীদ করে দেয় এ মূহুর্তে ইসলামেরঅকুতোভয়ী সৈনিক আলী (আঃ) অসীম বীরত্বের সাথে লড়াই করে মুশরিকদের বেষ্টনী হতে রাসূলকে (সাঃ) উদ্ধার করেন। যদি আলী (আঃ) মুশরিকদেরকে পিছু হটিয়ে না দিতেন তাহলে হয়তো তারা সে মূহুর্তে তাকে শহীদ করে দিত। কিন্তু তথাপি রাসূলে খোদা (সাঃ) মুশরিকদের বেষ্টনী হতে মুক্ত হয়ে তাদের হেদায়েতের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে এভাবে দোওয়া করলেন,

اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون؛

"হে আল্লাহ! আমার এ সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান কর; কেননা, তারা অজ্ঞ।"[১]

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ হজ্বের মৌসুমে আরবের মুশরিকরা যখন মূর্তী উপসনার মত্ত ছিল, তখন রাসূলে খোদা (সাঃ) সবাইকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সুউচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন,

قولو لا اله إلا الله تفلحوا؛

"বল! আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই, যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

রাসূলের (সাঃ)এ ঘোষণা শুনে মুশরিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে গেল এবং তার উপর নির্মমভাবে পাথর বর্ষণ করতে লাগল। তাদের পাথরের আঘাতে তিনি রক্তাক্ত হয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে থাকলেন।

ইমাম আলী (আঃ) এ খবরটি শোনার পর হযরত খাদিজাকে (রাঃ)-কে জানালেন এবং উভয়ে এসে আশংকাজনক অবস্থায় রাসূলকে (সাঃ) উদ্ধার করলেন এবং তাঁর রক্তাক্ত শরীরের পরিচর্যা করতে লাগলেন।

---

[1] - বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ২০, পৃঃ ২১।

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহ ফেরেশ্‌তাদেরকে রাসূলের (সাঃ) নিকট প্রেরণ করেন এবং তারা এসে তাঁকে বললেন যে, আপনি যদি সম্মতি দেন তাহলে মক্কার পর্বতমালা দ্বারা মুশরিকদেরকে ধ্বংশ ও পৃষ্ট করে দিব। কিন্তু রাসূলে খোদা (সাঃ) ফেরেশ্‌তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ না করে বললেন,

إنما بعثت رحمة، رب اهد امتي فإنهم لا يعلمون

"নিশ্চয়ই আমি রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছি। হে প্রতিপালক! আমার এ গোত্রকে হেদায়েত দান কর; কারণ তারা অজ্ঞ।"[১]

আবু জেহেল ও আবু সুফিয়ান রাসূলে খোদার (সাঃ) সাথে ঘোরতর শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করা সত্ত্বেও দয়ালু ও মেহেরবান নবী কখনও তাদেরকে অভিশাপ পর্যন্ত দেন নি।

আমিরুল মু'মিনিন আলী ও (আঃ) রাসূলের খোদার (সাঃ) ন্যায় বিরোধিদের কর্তৃক চরম দুঃখ কষ্টের শিকার হয়েছেন। শত্রুরা তাঁর সম্মানকে ক্ষুন্ন এবং তাঁকে নিজেদের স্বজনদের হত্যাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করতো। তাঁর প্রতি বিরুদ্ধোচরণ এবং তাঁর কাজে বাধা সৃষ্টি করতো। কিন্তু তথাপি তিনি তাদের সাথে কোমল ও মাধুর্যপূর্ণ আচরণ করতেন। কখনও তাদের সাথে প্রতিশোধপরায়ণ ও রূঢ় আচরণ অথবা তাদেরকে হত্যা ও কারাবন্দীও করেন নি। অথচ সে সময় আমিরুল মুমিনীন আলী (আঃ) ছিলেন মুসলিম জাহানের কর্তৃত্বশীল খলিফা।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত কয়েকটি রেওয়ায়েত

প্রকৃতপক্ষে ইমাম মাহদী (আঃ) বিশ্বব্যাপী ন্যায় ইনসাফ কা'য়েমের (যা প্রত্যেকের সহজাত আকাংখা) লক্ষ্যে আর্বিভূত হবেন। কাজেই এটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে যে, তিনি লোকদের সাথে এমন কোন আচরণ করবেন যার কারণে লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে অথবা এমন ধারণাপোষণ করবে যে, তিনি হয়তো রাসূলের (সাঃ) আহলে বাইত থেকে নন।

আমিরুল মুমিনিন আলী (আঃ) বলেছেন, "এটা আদৌ সম্ভব নয় যে, আমি জুলুমের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করবো।"[২]

নিঃসন্দেহে ইমাম মাহদী (আঃ) ও আমিরুল মু'মিনির আলীর (আঃ) ন্যায় আদৌ জুলুম ও জোর-জবরদস্তিভাবে মানুষের উপর কর্তৃত্ব করবেন না। বরং তিনি আল্লাহর নির্দেশে মজলুম মানুষের মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হবেন।

এখন আমরা এ সম্পর্কে বর্ণিত ক'য়েকটি সহীহ্ রেওয়ায়েত উপস্থাপন করবো ঃ

প্রথম রেওয়ায়েত ঃ

ইমাম জাফর সাদীক (আঃ) বলেছেন,

১। বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ১৮, পৃঃ ২৭৬।

২। নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ১২৬

أن قائمنا أهل البيت إذا قام لبس ثياب علي و سار بسيرة [أمير المومنين] على عليه السلام؛

"আমাদের বংশের কা'য়েম (মাহদী) যখন আর্বিভূত হবে, তখন সে ইমাম আলীর (আঃ) ন্যায় পোষাক পরিহিত এবং তাঁরই রীতি-পদ্ধতিকে অনুসরণ করবে।"

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত ঃ

ইমাম বাকেরের (আঃ) বিশিষ্ট্য সাহাবী মুহম্মদ বিন মুসলিম বর্ণনা করেন ঃ আমি ইমাম বাকেরের (আঃ) নিকট জিজ্ঞাসা করলাম যে, যখন কায়েম (ইমাম মাহদী) আর্বিভূত হবেন, তখন মানুষের সাথে কিরূপ আচরণ করবেন (অথবা তাঁর রীতি-পদ্ধতি কেমন হবে)? জবাবে ইমাম বাকের (আঃ) বললেন," সে রাসূলে খোদার (সাঃ) অনুরূপ রীতি-পদ্ধতি অবলম্বন এবং তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষের সাথে আচরণ করবে। যাতে ইসলাম বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা ও বিজয় লাভ করতে পারে।"[১]

তৃতীয় রেওয়ায়েত ঃ

শেখ মুফিদ মাফজাল বিন উমারের উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম জাফর সাদীক (আঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,

إذا أذن الله - عز إسمه- للقائم في الخروج صعد المنبر فدعا الناس إلى نفسه و ناشدهم بالله ودعاهم إلى حقه و أن يسير فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و يعمل فيهم بعمله...

"যখন আল্লাহ তা'য়ালা ইমাম মাহদীকে আবির্ভাবের অনুমোতি দান করবেন। তখন সে মিম্বারে উপবিষ্ট হয়ে মানুষদেরকে আহ্বান জানাবে এবং স্বীয় পিতামহ রাসূলে খোদার (সাঃ) নীতিকে অনুসরণ ও তাঁর ন্যায় আমল করবে।"[২]

এছাড়া ইমাম মাহদীর (আঃ) সম্ভব্য কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় সাইয়্যেদ ইবনে তাউস থেকে বর্ণিত একটি জেয়ারাতের (যে জেয়ারাতটি ইমাম মাহদীর নামে ও তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করে বর্ণিত) একাংশে উল্লেখ করা হয়েছে,

السلام على الحق الجديد... والصادع بالحكمة والموعظة الحسنة والصدق؛

"সালাম হে নব সত্য!... হে হিকমতের বহিঃপ্রকাশকারী এবং উত্তম সদুপদেশ দানকারী।"

১। তাহজিবুল আহকাম, খণ্ড ৬ষ্ঠ, পৃঃ ১৫৪।

২। আল এরশাদ্, খণ্ড ২য়, পৃঃ ৩৮২।

নিঃসন্দেহে কেউ যদি এ পংতির আদ্যপান্ত সম্পর্কে অবহিত না থাকে, তাহলে হয়তো ভাববে যে, এখানে যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে,তা নিশ্চয়ই রাসূলে খোদার (সাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁকে এমন স্বাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে অভিহিত করা হয়েছে।
ইমামে জামানার (আঃ) শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে,

يسير بسيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و سيربسيرة اميرالمؤمنين بالمن والكف...؛

"সে দয়া মহানুভবতার সাথে এবং কোনরূপ রূঢ় আচরণ ব্যতিরেকে স্বীয় পিতামহ রাসূলে খোদা (সাঃ) ও পিতা ইমাম আলীর (আঃ) রীতি-রীতি অবলম্বন করবে।"

বস্তুতঃ ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভভাবে পর মানুষের সাথে অমায়িক ও মাধুর্যপূর্ণ আচরণ করবেন। যেমনভাবে রাসূলে খোদা (সাঃ) মক্কার কুরাইশদের সাথে এবং ইমাম আলী (আঃ) জামালের যুদ্ধে বিপক্ষের সৈন্যদের সাথে উত্তম ও অমায়িক ব্যবহার করেছিলেন।

ইমাম মাহদীর (আঃ) রাজনীতি ও সরকরা গঠন প্রক্রিয়া

ইমাম মাহদীর (আঃ) অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিবেন এবং বিশ্বব্যাপী (ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে) একক সরকার গঠন করবেন। এ বিষয়টি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন, যেগুলো উক্ত প্রতিষ্ঠিতব্য সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া অত্যন্ত জরুরী। আর এ কারণেই এমন সব ব্যক্তিবর্গকে মনোনিত করবেন, যারা হবে সুযোগ্য, সাহসী, দূরদর্শী, পরিশুদ্ধ এবং দায়িত্ব পালনে কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তির শিকার হবে না। যদি তারা কোন ভুল করে তাহলে সেজন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। এভাবে ইমাম মাহদী (আঃ) সাধারণ ও অসহায় মানুষদের প্রতি যতবেশি কোমল ও দয়াশীল, নিজ সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রতি ততবেশি কঠোর। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

المهدي جواد بالمال، رحيم بالمساكين، شديد على العمال

"ইমাম মাহদী প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে বদান্যশীল। গরীব ও অসহায়দের প্রতি উদার ও দয়াশীল। নিজ সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর।"[১]

[১] । বাশারাতুল মোস্তাফা, পৃঃ ২০৭।

আমিরূরুল মো'মেনিন আলী (আঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন, "জেনে রেখ! আগামীতে যখন সে (মাহদী) আবির্ভূত হবে, তখন অন্য সব সরকার প্রধানের ব্যতিক্রমে নিজ সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাদেরকে তাদের অপরাধের জন্য উপযুক্ত শাস্তি এবং অন্যায় আচরণের জন্য কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করবে।"[১]

অবশ্য, ইমাম মাহদী (আঃ) সর্ব প্রথম অন্য যে কারও থেকে নিজের প্রতি অধিকতর কঠোরতা অবলম্বন করবেন। আপামর জনসাধারণ তাঁর ইনসাফ ভিত্তিক ক্ষমতার ছাত্রছায়ায়ই অপরিসীম সুখ-শান্তিতে বসবাস করা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় পূর্বসূরী আমিরূল মু'মিনিন আলীর (আঃ) ন্যায় অত্যন্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবেন। যেভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

وما لباس القائم إلا الغليظ وما طعامه إلا الجشب

"আর ইমাম মাহদীর পোষাক হবে মোটা ও অনাড়ম্বর এবং তাঁর খাদ্য হবে সাদাসিধে ও তরকারী বিহীন।"[২]

ইমাম আলী (আঃ) একটি হাদীসে ইমাম মাহদী (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যকার সম্পর্কের ধরণ এবং এ সম্পর্কের ভিত্তিকে দ্বীপাক্ষিক অঙ্গিকার হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন ঃ সে (মাহদী) তার সঙ্গীদের আনুগত্যের পরিমাণ নিরূপণের জন্য তাদের পর পর তিনবার পরীক্ষা করবে। সে মদীনায় যেয়ে রাসূলের (সাঃ) রওযা মোবারকে অবস্থান নিবে। তার সঙ্গীরাও তার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য মদীনায় গমণ করবে। ফলে সে তাদের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করার পর মক্কায় প্রত্যাগমণের সিদ্ধান্ত নিবে। এভাবে সে তিনবার স্থান পরিবর্তন করবে এবং তার সঙ্গীরাও তার পিছন পিছন চলবে। অবশেষে সে সাফা ও মারওয়া পর্বতের মাঝামাঝি দাড়িয়ে নিজ সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করবে ঃ আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন উদ্যোগ নিব না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত না হব যে, তোমরা আমার শর্তাবলীকে পুঙ্খানাপুঙ্খ ভাবে মেনে চলবে এবং সেগুলোর একটিও অমান্য করবে না। সাথে সাথে আমিও প্রতিশ্রুতি দিব যে, তোমাদের পাশাপাশি আমিও সেগুলো মেনে চলবো।

তখন তার সঙ্গীরা এক বাক্যে ঘোষণা করবে ঃ আপনি আপনার শর্তাবলীকে বলুন, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে, সেগুলোর প্রত্যেকটি মেনে চলবো এবং আপনার আনুগত্য করে যাব। অতঃপর ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁর সাথে বাইয়াতের পূর্বশর্ত হিসেবে নিম্নের বিধানাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলার শর্তারোপে করবেন।

আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে না, চুরি ও ব্যাভিচার করবে না, হারাম ও শরীয়াত বিরোধী কোন কাজে জড়িত হতে পারবে না, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে পারবে না,

---

১। নাহজুল বালাগাহ্, খোতবা নং ১৩৮।

২। বিহারূল আনওয়ার, খণ্ড ৫২, পৃঃ ৩৫৪।

সোনা ও রূপার প্রতি মোহবিষ্ট হতে পারবে না, খাদ্য শস্যের অবৈধ মজুদদারী করা যাবে না, সুদ খাওয়া যাবে না, দুঃখ-দুর্দশা মোকাবেলায় সহনশীল হতে হবে, কোন মুসলমানকে অভিশাপ দিতে পারবে না, মদ্যপান করা যাবে না, পুরুষরা সোনা ব্যবহার ও রেশমী কাপড় পরিধান করতে পারবে না, কারও ক্ষতি করতে পারবে না, অশান্তি সৃষ্টি করা যাবে না, কোন মুসলমানকে ধোকা দিতে পারবে না, সমকামীদের সাথী হতে পারবে না, মাটিকে নিজেদের বালিশ বা আশ্রয়স্থল নির্বাচন করবে, সব ধরনের অনৈতিকতা হতে বিরত থাকবে, সৎ কাজের উপদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ হতে অন্যদেরকে বিরত রাখবে।

পাশাপাশি আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ঃ তোমাদের ব্যতিত অন্য কাউকে আমার সঙ্গী-সাথী করবো না, তোমাদের খাদ্য ও পোষাকের সমতুল্য খাদ্য ভক্ষণ ও পোষাক পরিধান করবো, তোমাদের বাহনের সমতুল্য বাহনে আরোহন করবো। সফরে তোমাদের সাথে থাকবো, স্বল্পতে পরিতুষ্ট হবো, পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনসাফে পরিপূর্ণ করবো, মহান আল্লাহর এমন উপসনা করবো যেমন উপসনার তিনি উপযুক্ত, আমি তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতিকে মেনে চলবো এবং তোমরাও আমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতিকে সঠিকভাবে মেনে চলবে।

অতঃপর ইমামের সঙ্গীরা সম্মতি জানিয়ে বলবে ঃ আমরা আপনার প্রতি আনুগত্য স্বিকার করে আপনার বাইয়াত গ্রহণ করছি এবং আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, সর্বাবস্থায় আপনাকে মেনে চলবো। অবশেষে তারা একে একে এসে ইমামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে।

ইমাম মাহদীর (আঃ) বিচার পদ্ধতি

ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে আলোচিত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঃ তাঁর বিচার পদ্ধতির ধরণ কিরূপ হবে।

কেউ কেউ এমন ধারণাপোষণ করেন যে, ইমাম মাহদীর (আঃ) অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনি বিবাদমান দু'টি পক্ষের মধ্যে বিচারকার্যে কোন প্রকার সাক্ষ্য ও প্রমাণের শারনাপন্ন না হয়েই নিজ জ্ঞানের আলোকেই ফয়সালা করবেন। এক্ষেত্রে তাদের ধারণার স্বপক্ষে কিছু কিছু রেওয়ায়েত উল্লেখ করে থাকে। আর এ রেওয়ায়েতগুলো সাধারণতঃ জাল ও বানোয়াট এবং সেগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে ইমাম মাহদী নিজ জ্ঞানের আলোকে ও নবী দাউদের (আঃ) অনুসৃত পদ্ধতির মাধ্যমে ঝগড়া-বিবাদের মিমাংসা ও ফয়সালা করবেন।

এ ধরনের রেওয়ায়েতের একটি নমুনা ঃ

আব্দুল্লাহ বিন আযলান ইমাম সাদীক (আঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, "যখন ইমাম মাহদী আর্বিভূত হবেন, তখন তিনি নবী দাউদের (আঃ) পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করবেন এবং এক্ষেত্রে কোন ধরনের সাক্ষ্য-প্রামণের প্রয়োজন হবে না। আল্লাহ তায়ালা বাস্তবতাকে তার নিকট প্রকাশ করবেন এবং তিনি নিজ জ্ঞানের আলোকে ফায়সলা করবেন।[১] কিন্তু এ রেওয়ায়েতটি দু'টি কারণে বিশেষভাবে প্রশ্নবিদ্ধ ও অগ্রহণযোগ্য, যথা ঃ

প্রথমতঃ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, হযরত দাউদ (আঃ) কেবলমাত্র একবারই নিজ জ্ঞানের আলোকে (কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে) বিচার করেছেন এবং তাও আবার সেক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। আর এ ঘটনার পর থেকে তিনি আল্লাহর নির্দেশে সর্বদা বিবাদমান দুপক্ষ্যের নিকট সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের আদেশ দিতেন এবং তদানুযায়ী বিচার ও ফয়সালা করতেন।[২]

দ্বিতীয়তঃ সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে বিচার সালিশ করা রাসূলের (সাঃ) রীতি-নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা, তিনি নিজেই বলেছেন,

إنما أقضى بينكم بالبينات والأيمان...

"আমি তোমাদের মাঝে কেবলমাত্র সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিচার ও ফয়সালা করবো। কাজেই যদি কোন ক্ষেত্রে (সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে) হুকুম জারী করি যে, অমুক ভূ-খণ্ড অমুক ব্যক্তির। কিন্তু বাস্তবে যদি উক্ত ভূ-খণ্ডের প্রকৃত মালিক সে না হয়ে থাকে, তাহলে আমার এ হুকুম তাকে উক্ত ভূ–খণ্ডের মালিকানা দান করবে না।"

সুতরাং, যেহেতু রাসূলে খোদার (সাঃ) সবচেয়ে স্বাদৃশ্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন ইমাম মাহদী (আঃ) এবং তিনি রাসূলে আনীত দ্বীন-ইসলামকে বিশ্বব্যাপী সুপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হবেন। সেহেতু এটা আদৌ মেনে নেওয়া সম্ভব নয় যে, তিনি রাসূলের (সাঃ) নীতি বিরোধী কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।

অনেক সহীহ্ রেওয়ায়েতে এমনও বর্ণিত হয়েছে ঃ

يحكم بحكم داود بالبينة واليمين

তিনি (ইমাম মাহদী) হযরত দাউদের ন্যায় সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিশ্বাসের আলোকে বিচার ফয়সালা করবেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদকে (আঃ) ন্যায়সঙ্গত পন্থায় বিচার ও ফয়সালা করার আদেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

« يا داود إنا جعلنك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق...»

১। আল এরশাদ, খণ্ড ২য়, পৃঃ ৩৮৬।

২। উসূলে কাফী, খণ্ড ৭ম, পৃঃ ৪১৪।

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার ফয়সালা কর।"[১]

বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আঃ) একটি জটিল বিচারের সমাধানের লক্ষ্যে আল্লাহর দরবারে দিকনির্দেশনা কামনা করেন। তিনি আল্লাহর নিকট যে প্রার্থনা করেন সেটার বিষয়বস্তু ছিল, এরূপঃ

হে প্রতিপালক! অমুক ব্যক্তি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অন্যায়ভাবে একটি বাড়ীর মালিকানা দাবি করেছে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী ? আল্লাহর পক্ষ্য থেকে নির্দেশ আসলো ঃ

إقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى أسمي يحلفون به،

তাদেরকে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন এবং আমার নামে শপথ করতে বল।[২] সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ হযরত দাউদকে (আঃ) সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার ফয়সালা করার নির্দেশ দান করেছেন। অবশ্য, কেউ যদি মিথ্যা ও অন্যায়ভাবে কোন অধিকার আদায় করে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর কঠিন আযাব ও ক্রোধের শিকার হবে। বিশিষ্ট্য হাদীসবেত্তা ও গবেষক শেখ মুফীদ (রাঃ) একটি রেওয়ায়েতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ) হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ও হযরত দাউদের (আঃ) পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করবেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলে খোদা (সাঃ) বিদ্যমান সাক্ষ্য প্রমাণ ও শপথের আলোকে মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করতেন ।

ইমাম মাহদী (আঃ) বিচার পদ্ধতির সম্পর্কে বর্ণিত একটি সহীহ্ হাদীস নিম্নে তুলে ধরছি ঃ

إذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع فى أيامه الجور وآمنت به السبل وأخرجت الأرض بركاتها و...، وحكم بين الناس بحكم داود وحكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم

"যখন কা'য়েম (ইমাম মাহদী) আবির্ভূত হবেন, তখন তিনি পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সাথে সালিশ-বিচার করবেন। তাঁর যুগে পৃথিবী হতে সব ধরনের অন্যায়-অত্যাচারের অবসান ঘটবে, সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জমিন তাঁর (মাঝে লুকায়িত) বরকতসমূহকে বের করে দিবে। আর তিনি হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ও হযরত দাউদের (আঃ) পন্থানুযায়ী বিচার ফয়াসলা করবেন।

২। সূরা ঃ সোয়াদ, আয়াত নং ২৬।

২। আত্ তাহজীব, খণ্ড ৬, পৃঃ ২২৮।